বাঙালির বইমেলা এখন কোন পথে ?

জ্যোতির্ময় দাশ

দেখতে দেখতে বছরগুলো কেমন দ্রুতগামী এক্সপ্রেস ট্রেনের মতো দিক্‌চক্রবালে উধাও হয়ে গেল -- আজ থেকে সাতাশ বছর আগে বাঙালি প্রকাশকদের ব্যবসা মন্দা কাটাতে যে বইমেলার সঙ্কুচিত পদক্ষেপে যাত্রা শু হয়েছিল আর কয়েকদিন বাদে সে আঠশ বছরে পা দেবে। কিন্তু ইদানীং ভারতের দ্রুতগামী ট্রেনগুলির ক্রমাগত লাইনচ্যুতির মতোই ব াঙালির বড়ো সাধেৰ বইমেলা আজ বেলাইন হয়ে স্বধর্মচ্যুত হয়ে পড়েছে। রূপকের এই খোলস থেকে বেরিয়ে সোজা ভাষায় বললে বলতে হয় --- যে উদ্দেশ্য নিয়ে বইমেলা ১৯৭৬ সালে একদা শু হয়েছিল তার থেকে আজ সে অনেক দূরে সরে গেছে। বাংলার বইমেলায়, পৃথিবীর বৃহত্তম বইমেলার খ্যাতি যে অর্জন করেছে, বাংলা বইয়েরই আজ সেখ ানে রীতিমত কোনঠাসা অবস্থা।

কথাটা হয়তো সাম্প্রদায়িকের মতো শোনাবে, তবু কোদালকে কোদাল বলা উচিত বলেই একথা বলা প্রয়োজন যে কলকাতা বইমেলা এখন বাণিজ্যিক মাপকাঠিতে অবাঙালিদের বইমেলা হয়ে গেছে। মেলার বারো দিনে বাংলা বইয়ের যে বিক্রি বাটা হয় তারথেকে বেশি পরিমান - সংখ্যা ও অর্থে অনেকবেশি বিক্রি হচ্ছে ইংরাজি ও হিন্দি ভাষার বইপত্তর। আর সে সব বইয়েৰ মধ্যে সাহিত্যের বদলে পাঠ্য রেফারেন্স বই এবং চটুল শিশুপাঠ্য পুস্তকই সিংহভাগ দখল করে আছে। মেলার আন্তর্জাতিক তক্‌মা আর ব্রিয়নের ডাক্কেল ফরমুলার চাপের সুবাদে আজ বিদেশের বড়ো বড়ো প্রকাশন সংস্থাগুলো মেলায় যোগদান করে যে দৃষ্টি নন্দন ভঙ্গিতে তাদের প্যাভেলিয়নগুলি সাজাচ্ছেন তার পাশে আমাদের বাঙালি প্রকাশকদের অধিকাংশ স্টলগুলো সাবেককালে জমিদার বাড়ির দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা বিধবা ভিখারি বলে মনে হয়।

কলকাতা বইমেলা করার মূল উদ্দেশ্য কী ছিল? তিন দশক আগে মূলত বাংলা গল্প - উপন্যাস - কবিতার বইয়ের ব াজারে তীব্র মন্দা দেখা দেওয়ায় কলেজ স্ট্রিটের কতিপয় সাহিত্য - মনস্ক প্রকাশকরা ভাবলেন যে বছরে একবার প্রকাশক লেখক - পাঠক এবং অন্য সংস্কৃতিবান মানুষজনেরা বিদেশের বইমেলার অনুকরণে একটি মেলায় মিলিত হবেন। সেখ ানে মেলার দর্শকেরা নতুন প্রকাশিত বইগুলি নেড়ে চেড়ে দেখবেন। যেটা কলেজ স্ট্রিটের বইয়ের দোকানের স্বল্প পরিসরে সম্ভব হয় না। পাঠকরা তাদের প্রিয় লেখকদের চাক্ষুষ দর্শন করে তাদের মনের ভাবনার চেহারার সঙ্গে মিলিয়ে নেবেন এবং এভাবে পাঠককে বইয়ের কাছে টেনে আনতে পারলে বাংলা সাহিত্যের বইগুলির চাহিদা হয়তো বাড়লেও বাড়তে পারে। ব্যাপারটা নিতান্তই সেল্‌স প্রোমোশন স্ট্রাটেজি ছিল। মাত্র পঁয়ত্রিশটিকাশক, সকলেই যে স্ব তঃস্ফূর্ত হয়ে এসেছিলেন তাও নয়, দশদিন (৫ই মার্চ থেকে ১৪ মার্চ) বিড়লা তারামন্ডলের উল্টোদিকের মাঠে প্যান্ডেল বেঁধে বসেছিলেন ১৯৭৬ সালে প্রথম। কলেজ স্ট্রিটের অন্য প্রকাশকেরা পরিকল্পনার সার্থকতায় আস্থা রাখতে প ারেননি। তারা বলেছিলেন, 'মেলা করে কি বই বিক্রি হয়? মতিভ্রম এবং পন্ডশ্রম।'

সেই পুরোনোকালের মেলা যাদের দেখা আছে, তারা জানেন কি মনোরম পরিবেশ ছিল প্রথমদিকের মেলার সেই বছরগুলোর। এমন কোনো লেখক শিল্পী সাহিত্যিক - সিনেমা নাটকের অভিনেতা ছিলেন না যারা একাধিকবার মেলায় না এসেছেন। প্রতি প্রকাশকের স্টলে সাহিত্যিকরা ঘুরে ঘুরে আড্ডা কিংবা গল্প করতে যেতেন। তারা পাঠকদের মুখে ামুখি বসতেন, কেউ নতুন বই কিনলে তাতে নাম সই করে দিতেন, ফলে অল্পদিনের মধ্যেই বইমেলা বাঙালি সা হিত্যমনস্ক মানুষদের মিলনমেলা হয়ে উঠল। বর্তমান সে চিত্রটা সম্পূর্ণ উধাও - ভিড় আর ধুলোর প্রাবল্যে লেখকরা এখন তেমন কেউ আসেন না। যারা আসেন তারা বিভিন্ন অডিটোরিয়ামের অনুষ্ঠানছেড়ে পাঠকের কাছে বড়ো একটা য ান না। মেলা এখন আর পাঠক - লেখকের মিলনোৎসব মোটেই নেই।

আজ প্রকাশকদের সেই ৩৫টা স্টল থেকে স্টলের সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে ৬০০শোতে। আজ অজস্র খাবারের কিয়স্ক এবং দোকান - কর্পোরেশনের আইনকে বুড়ো আঙুল দেখাতে তার মোট সংখ্যা প্রকাশ করা হয় না বা মেলার ম্যাপেও তাদের উল্লেখ থাকে না, কিন্তু তার সংখ্যা দেড় থেকে দুশো বা তারও বেশি। তার কারণ আছে। গতবার একটি টি.ভি. চ্যানেলের খবরের সূত্রে জানা গেল খাবারের কিয়স্কের জন্য জায়গা বন্টনের মধ্যে নির্দিষ্ট নির্ধারিত মূল্য ছাড়াও মোটা সেলামি নিয়ে থাকে গিল্ডের কর্মকর্তাদের কেউ কেউ। আর যত বেশি খাবারের কিয়স্ক থাকবে, গোপন পথে আমদানী তত বেশি হবে, এই অঙ্কটা নিতান্ত মূর্খদেরও জানা এখন। একদিন যেসব প্রকাশকেরা মেলার নামে নাক সিঁটকেছিলেন, মেলার রমরমা দেখে তারাও আজ স্টলের জন্য সর্বাগ্রে লাইন দিয়ে থাকেন। শোনা যায় মেলায় সুবিধেমতো জায়গা স্টল পাবার জন্যে বাড়তি টাকার খেলা আছে। আর এই টাকার খেলার ব্যাপারে যেহেতু বর্হিবঙ্গের প্রকাশকদের মুন্সীয়ানা একটু বেশি হয়ে থাকে, তাই তারাই এখন বেশি সংখ্যায় বিরাজমান।

এখন কথা হচ্ছে যে এভাবেই কি কলকাতায় বাঙালির বইমেলা আবাঙালির টাকার দাপটের শিকার হবে? তাদের জন্যে তো সারা ভারতবর্ষ পড়ে আছে কুমারী ভূমির মতো --- তারা দিল্লি বোম্বাই মাদ্রাজ বাঙ্গালোর সব মেলাতেই যেতে পারেন। এই নয় যে কলকাতা বইমেলায় তাদের আসা কেউ বারণ করছে। মেলায় তারা আসুন, কিন্তু মেলা কর্তৃপক্ষ তার জন্য কোটার ব্যবস্থা চালু করতে পারেন। আমি সাম্প্রদায়িক নই -- দীর্ঘ চল্লিশ বছর ভরতের বিভিন্ন শহরে বাস করার অভিজ্ঞতা থেকে আমি জানি সেখানে সর্বস্তরে বাঙালিরা কিভাবে কোনঠাসা হয়ে পড়ে মার খাচ্ছে। আমার কথা হল সেই একই অবস্থা বাঙালিদের কিভাবে কোনঠাসা হয়ে পড়ে মার খাচ্ছে। আমার কথা হল সেই একই অবস্থা বাঙালিদের কলকাতা বইমেলা, তার বাঙালি প্রাধান্য এবং বাঙালিত্ব ফিরিয়ে আনার একান্ত প্রয়োজন আছে। এতে অন্যায় কিছু নেই, মৃত্তিকার সন্তানের সর্ত ঋিজনীন সর্ত আজ। এ প্রসঙ্গে নিচের প্রস্তাবগুলো বিবেচনা করারসময় এসেছে ঃ

এক। বইমেলায় পাঁচ শতাংশ স্টল অন্য ভাষার বই প্রকাশকদের জন্য থাকবে। অর্থাৎ মোট ৬০০টি স্টল থাকলে সর্বাধিক ৩০ টি স্টল বাংলা ছাড়া। অন্য ভাষাভাষীদের মধ্যে বন্টন করা হবে -- স্বদেশী বা বিদেশী যেভাষাই হোক না কেন।

দুই। ন্যাশানাল বুকট্রাস্ট, সাহিত্য অকাদেমি প্রভৃতি যারা বহুভাষায় বই প্রকাশ করে, কলকাতা মেলায় তাদের স্টলের ৯৫শথাংশ স্থানে বাংলা বই প্রদর্শিত থাকবে, অন্য ভাষার বই ৫শতাংশ স্থানে রাখতে হবে। এই সব সংস্থাগুলি যখন পশ্চিম - বঙ্গের বাহিরেঅন্য প্রদেশের মেলায় যাবে, সেখানে তারা অনুরূপ প্রস্তুতিতে ৫শতাংশ স্থানে বাঙালা বই রেখে ৯৫শতাংশ স্থানে অন্য ভাষার বই রাখতে পারবে। অতএব তাদের এই প্রস্তাবে আপত্তি থাকার কারণ থাকা উচিত নয়।

তিন। বইমেলায় বইয়ের স্টল ছাড়া অন্য কোনো বিষয়বস্তুর স্টল থাকবে না। এখন তো ইমারজেন্সি আলো, ধুলো অ াটকানোর মুখোস, রক্ত পরীক্ষার কেন্দ্র, ইনফরমেশন টেকনোলজির দোকান হ-রে-ক-র-ক-ম-বা-র মতো ব্যাপার ঘটে। বইমেলা যে বড়ো বাজার বা বাগরি মার্কেট নয় এটা মেলা কর্তৃপক্ষকে মেনে নিতে হবে, সেটা যত তাড়াতাড়ি হবে বইয়ের পক্ষে তা ততই মঙ্গলকর হবে।

চার - মেলায় সমস্ত স্টলের নাম বাংলা অক্ষর বা লিপিতে হওয়া প্রয়োজন। এই ব্যবস্থা থিম প্যাভিলিয়েন থেকে শু করে সব দেশের প্যাভেলিয়নের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। অন্য ভাষাভাষীরা প্রয়োজনে বাংলা লিপির তলায় পছন্দ মতো অন্য ভাষায় নাম লিখতে পারেন। তবে বাংলা ভাষায় প্রাথমিক ভাবে নাম লেখা আবশ্যিক করতে হবে। এ ব্যাপারে রাজ্য প্রশাসনের থেকে সুনির্দিষ্ট নির্দেশ আসা দরকার।

পাঁচ - কলকাতা বইমেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন বাঙালি লেখককে দিয়ে করাতে হবে। কলকাতা বইমেলা আজ অ ান্তর্জাতিক বইমেলার মর্যাদা পেয়েছে, সেটা নিঃসন্দেহে গৌরবের ব্যাপার কিন্তু তার জন্য বাঙালির মেলা তা নিজস্ব চরিত্র ও মর্যাদা নষ্ট করবে কেন? থিম প্যাভেলিয়নের কেষ্ট - বিষ্টুরা, এবং অন্য সব সম্মানিত অতিথিরা মঞ্চআলো করে বিভিন্ন পদ বা তক্মা ধারণ করে থাকুন আপত্তি নেই। কিন্তু কাঠের চাকিতে হাতুড়ি ঠুকে প্রথাগতভাবে মেলার শু বাঙালি লেখকরাই করবেন। বিদেশের কোনো বইমেলা কোনো ভারতীয় উদ্বোধন করছেন এমন নজির আমাদের নেই।

এবার মেলায় লিটল ম্যাগাজিনের অবস্থান নিয়ে দুয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন আছে। লিটল ম্যাগাজিনকে বিদগ্ধজনেরা

সাহিত্যের আঁতুড় - ঘর বলে সম্মান ও স্বীকৃতি দিয়েছেন। কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলেছেন, লেখক তৈরির বীজতলা। সাহিত্যিক দিব্যেন্দু পালিতের অভিমত, বিষয় বৈচিত্রে এবং গুণমানে বাণিজ্যিক পত্রিকাগুলির তুলনায় বাংলা লিটল ম্যাগাজিন এখন বহুগুণে সম্পন্ন। আর রবীন্দ্রনন্দন চত্তরে গতবছর লিটল ম্যাগাজিন মেলা উদ্বোবন করতে এসে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য (একদা লিটল ম্যাগাজিনের লেখক) বললেন, ভালো লেখা আজকাল বাণিজ্যিক পত্রপত্রিকাগুলোর বদলে খুঁজে পাওয়া যায় কেবল লিটল ম্যাগাজিনেই। এদের বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব সকলকেই নিতে হবে।

এমন যে সর্বজন বন্দিত লিটল ম্যাগাজিন তাকে কলকাতা বইমেলায় প্রায় ব্রাত্য করে রাখা হয়। এতদিন মেলার যত্র তত্র ফাঁক ফোকরে, কখনো ইউরিন্যালের পাশে জায়গা জুটত। গতবছর মেলার নতুন মাঠের একপাশে বসানো হয়েছিল। অনেকটা গ্রামেরসীমানার বাইরে কুষ্ঠরোগীদের উপনগরীর মতো। বারো দিনের এই বইমেলাকে প্রাণচাঞ্চল্যে মাতিয়ে রাখে কিন্তু এই লিটল ম্যাগাজিনেরটেবিলগুলিই। কার্যত হয়ত ২০০টি পত্রিকা টেবিলে বসার স্বীকৃতি পায়, কিন্তু দেখা যায় প্রতিটি টেবিলেই অন্তত ৩/৪টি ভিন্ন পত্রিকাগোষ্ঠীর বইপত্তর স্থান করে নেয় --- ফলে সারা পশ্চিমবঙ্গ ও বহির্বঙ্গ মিলিয়ে ৬০০ থেকে ৭০০-র মতো লিটল ম্যাগাজিন তাদেরসম্ভারনিয়ে আসে যে মেলায় সেখানে তাদের আর একটু মর্যাদার আসন প্রাপ্য ছিল। মেলা কর্তৃপক্ষ কী পারেন না মেলায় মধ্যস্থলে এদের একটু ভালো জায়গায় স্থান করে দিতে?

অধিকাংশ লিটল ম্যাগাজিনেরই নুন আনতে পান্তা ফুরোয় অবস্থা। ধার দেনা এবং সম্পাদকের পকেটের পয়সা সম্বল করে এই সব পত্রিকার বেঁচে থাকাও যান। গতবছর টেবিলের ভাড়া এবং বিমাশুল্ক বেড়ে যাওয়ায় তাদের আরো তীব্র সঙ্কটের মধ্যে পড়তে হয়েছে। মেলায় ঢুকে বই সাজিয়ে বসতেই খরচা হয়ে যায় পাঁচশো টাকা -- পত্রিকা বিত্রি করে ঐ টাকা পুষিয়ে লাভের মুখ দেখার সুযোগ অনেকের কপালেই জোটে না। রবীন্দ্র নন্দন চত্বরের লিটল ম্যাগাজিন মেলার (সরকারী অনুদান পুষ্ট) মতো নিখরচার এমন রাজসিক আয়োজন করার আবেদন করছি না, কিন্তু ক্ষুদ্র পত্রিকার জন্যে বই মেলার বাণিজ্যিক শর্তগুলো একটু আলগা করে টেবিলের ভাড়া ন্যুনতম করে (পঞ্চাশ বা একশ'টাকা) এবং বিমার ব্যাপারে জনতা পলিসির মতো নামমাত্র প্রিমিয়ামে ব্ল্যাঙ্কেট ইন্সোরেন্স কভারেজেরমতো কিছু কী করা যায় না।?

লিটল ম্যাগাজিনরা লেখক তৈরি করে এটা যদি প্রমাণিত সত্য হিসেবে গণ্য করা হয় তাহলে তো সবরকমের সাহায্য করে লিটল ম্যাগাজিনকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থা করলে তো আখেরে গিল্ডেরই লাভ। কারণ লিটল ম্যাগাজিন থেকে আসা প্রতিষ্ঠিত লেখকইতো একদিন বাণিজ্যিক প্রকাশকদের বইয়েৰ লেখক হবেন -- যার বই বিত্রি করেই সেই প্রকাশকরা লক্ষ্মীর কৃপাধন্য হতে পারেন এবং তারই দৌলতে তো তারা গিল্ডের বড়ো মেজো সেজো কর্তা হতে পারবেন! তাহলে?